অগ্নিবেশ—

মহর্ষি আত্রেয় পুনর্বসু প্রবর্তিত কায়চিকিৎসক সম্প্রদায়ের চিকিৎসকদের মধ্যে প্রধান হলেন অগ্নিবেশ। মহর্ষি অগ্নিবেশ কর্তৃক রচিত সংহিতা অগ্নিবেশ সংহিতা নামে পরিচিত। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা গ্রন্থ। বর্তমানে চরক সংহিতা নামে যে গ্রন্থ রয়েছে তাই অগ্নিবেশ সংহিতা নামে খ্যাত। চরককে অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কর্তা বলা হয়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রমুখ টীকাকারগণ, তাঁদের রচনায় অগ্নিবেশতন্ত্রের যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে অনেক উদ্ধৃতিই বর্তমানে প্রাপ্ত চরকসংহিতায় পাওয়া যায় না। এর দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, চরকসংহিতা অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিলিপি নয়, প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ, অথবা ইহাও হতে পারে যে, প্রতিসংস্কৃত হয়ে রূপান্তরের ফলে মূল অগ্নিবেশতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। মূল অগ্নিবেশ সংহিতা মহর্ষি চরকের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই সুপ্রাচীন অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মহর্ষি অগ্নিবেশের রচিত বলে 'অঞ্জন নিদান' নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে সংক্ষেপে রোগব্যাধির নিদান পর্যালোচিত হয়েছে। তবে লক্ষ্যণীয় যে, চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠের মতো টীকাকারদের রচনায় অঞ্জনিদান থেকে কোন উদ্ধৃতি প্রযুক্ত হয় নি। ফলে অঞ্জন নিদান প্রকৃতই অগ্নিবেশের রচনা কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দিহান।

মূল অগ্নিবেশ সংহিতা ১২০০ শ্লোকে রচিত হয়েছিল। অগ্নিবেশ বিশ্বাস করতেন যে, রোগ-ব্যাধি কোন দৈবদুর্বিপাক নয়। খাদ্য-জলবায়ু-জীবন পদ্ধতির ভারসাম্যহীনতায় মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। বিষাণু প্রভৃতি অদৃশ্য ক্রিমির আক্রমণেও রোগের সৃষ্টি হয়। মূল অগ্নিবেশতন্ত্রের

তিনটি বিভাগে ৪১ টি অধ্যায় ছিল। বিভাগগুলি হলো—চিকিৎসাস্থান (১৭ অধ্যায়), কল্পস্থান (১২ অধ্যায়) এবং সিদ্ধিস্থান (১২ অধ্যায়)। অগ্নিবেশ হুতস্, হুতসবেশ, বহ্নিবেশ—প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতেন। ডাউসন (Dowson) তাঁর Classical Mythology গ্রন্থে অগ্নিবেশকে 'অগ্নিপুত্র' বলে উল্লেখ করেছেন।

মহাভারতে বলা হয়েছে মহর্ষি ভরদ্বাজ অগ্নিবেশকে 'আগ্নেয়াস্ত্র' উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য অস্ত্রটি অগ্নিবেশের নিকট হতে প্রাপ্ত হন।

প্রাচীন সংহিতায় অগ্নিবেশের কিছু কিছু গ্রন্থাবলীর নাম পাওয়া যায়। সেগুলি হলো—

(ক) অগ্নিবেশসংহিতা (বর্তমানের চরক সংহিতা)

(খ) অঞ্জননিদান (চক্ষুরোগ বিষয়ক গ্রন্থ)

(গ) নিদানস্থান (রোগ নির্ণয় বা Pathology বিষয়গ্রন্থ)

এছাড়াও রামায়ণাশ্রিত অগ্নিবেশের দুটি গ্রন্থের নাম জানা যায়—

(ক) রামায়ণ রহস্য

(খ) রামায়ণ শতশ্লোকী।